বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী Bangladesh 50

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(মনিটরিং-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

স্মারক নং-৪৬.০৯৯.০১৪.০০.০০.০২৩.২০১৭ (অংশ-১৫)-২৪৩

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪২৮ / ০১ আগষ্ট ২০২১

বিষয়ঃ চলমান করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ে পরিচালক ও উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল (জুম) সভার কার্যবিবরণী।

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ<br>সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| সভা পদ্ধতি | | জুম প্ল্যাটফর্ম |
| তারিখ ও সময় | | ২৯ জুলাই, ২০২১, রাত ৮.০০ ঘটিকা |

উপস্থিতিঃ ভার্চুয়াল সভায় সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের তালিকা - পরিশিষ্ট 'ক'

সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহোদয় ভার্চুয়াল সভায় সংযুক্ত এ বিভাগের কর্মকর্তাগণসহ ডিএলজি ও ডিডিএলজিগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি এ সভার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, চলমান করোনা পরিস্থিতি সাম্প্রতিক সময়ে বিধ্বংসীরূপ ধারণ করায় এবং এর বিস্তার গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ায় তা মোকাবেলায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করে করোনা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে সভাপতি ২৭ জুলাই তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি-এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে কর্মপরিধি (ToR) সহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকগণের উপস্থিতিতে জেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউ,এন,ও দের নিয়ে সভা করে সভার কার্যবিবরণী এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সকল ডিডিএলজিকে অনুরোধ করেন। ডিডিএলজিগণকে জেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি উল্লেখ করে সভাপতি বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ডিডিএলিজগণ জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করবেন। মনিটরিং, ইনসপেকশন ও ইভ্যালুয়েশন (মইই) অনুবিভাগ কেন্দ্রিয়ভাবে ডিডিএলজিগণের তৎপরতা মনিটরিং করবে।

সভাপতি বলেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার লকডাউন দিয়েছে, জনগণের ক্রমাগতভাবে ঘর থেকে বের হবার প্রবণতার কারণে লকডাউনের সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। সামগ্রিক বাস্তবতায় শুধুমাত্র লকডাউন দিয়ে করোনা মোকাবেলা করা যাবে না। কোভিড-১৯ প্রটোকল মোতাবেক কিছু বিষয় নিশ্চিত করা গেলে করোনা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সকলের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে । এ জন্য সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করতে হবে। ১৮ বছরের উর্দ্ধের সকল মানুষকে ভ্যাকসিনের আওতায় আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে ভ্যাকসিন নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহলের অপপ্রচারকে রুখে দিতে হবে। সরকারি ত্রাণ যাতে সঠিকভাবে বিতরণ হয় তা তদারকি করতে হবে। সভাপতি আরো বলেন, শীঘ্রই করোনা মোকাবেলায় পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তাছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজস্ব তহবিল থেকেও করোনা মোকাবেলায় ব্যয় করতে পারবে। বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, মাইকিং, থার্মাল স্ক্যানার ক্রয় ও মাস্ক বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি ইউনিয়ন পরিষদ ও নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ করেন।

সিনিয়র সচিবের দপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগ
তারিখ
সময়
অনুস্বাক্ষর

জনাব মোস্তাকিম বিল্লাহ ফারুকী, অতিরিক্ত সচিব,ইউপি অধিশাখা বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগের রুপরেখা অনুসরণ করে ইউপি চেয়ারম্যানগণকে সভাপতি করে মুক্তিযোদ্ধা, মাদ্রাসা শিক্ষক, প্রাইমারী শিক্ষক, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক, বাজার সমিতি, এনজিও প্রতিনিধি ও ইউপি সচিবকে সম্পৃক্ত করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী সর্বস্তরের জনসাধারণকে মাস্ক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরন, টিকা প্রদান কেন্দ্রে আনয়নে সহায়তাকরণ, হাট বাজারে ভীড় এড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করা, থার্মাল স্ক্যানার, অক্সিমিটার ইত্যাদি ব্যবহার, মাইকিং ইত্যাদি কার্যক্রম যথাযথভাবে করা গেলে সুফল পাওয়া যাবে। তাছাড়া করোনা সেন্টারের কার্যক্রমগুলো মনিটরিং করা প্রয়োজন। ডিডিএলজিগণ নিষ্ঠার সাথে মনিটরিং করলে কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

জনাব সায়লা ফারজানা, যুগ্মসচিব, নগর উন্নয়ন-২ জানান, পৌরসভায় ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধি বিস্তারিতভাবে এ সংক্রান্ত চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, জাতীয় দূর্যোগকালে মসজিদে জুমার সময় খুতবায় ইমাম সাহেব সচেতনতামূলক বক্তব্য দিলে তা ফলপ্রসু হবে। এক্ষেত্রে ডিডিএলজিণ যখন সভা করবেন তখন এ বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। পৌরসভার অনুকূলে দ্রুত বরাদ্দ দেয়া হবে। বরাদ্দ ব্যবহারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ডিডিএলজিগণকে এ বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার জরুরি সার্ভিসে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

মহাপরিচালক (মইই) জনাব মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ডিডিএলজিগণ কর্তৃক করোনা প্রতিরোধে পরিচালিত তদারকি কার্যক্রম মইই অনুবিভাগ কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিদিন অথবা দুইদিন পর পর অথবা সপ্তাহান্তে ডিডিএলজিগণের কাছ থেকে প্রতিবেদন নেয়া যেতে পারে। তাছাড়া এ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে DDLG-LGD whatsApp গ্রুপে অবহিত করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি সপ্তাহান্তে রিপোর্ট প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং এ সংক্রান্ত একটি ছক প্রস্তুতপূর্বক দ্রুত ডিডিএলজিগণের নিকট প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক (মইই)কে অনুরোধ করেন।

জনাব দীপক চক্রবর্ত্তী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন, জাতির ক্রান্তিকালে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে এসেছে। করোনা অতিমারি প্রতিরোধেও আত্মনিবেদিত হয়ে আমাদেরকে সর্বোতভাবে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে গঠিত কমিটিগুলোকে আরো সংবেদনশীল করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ইউনিয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসারগণকে আরো সক্রিয় করে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ করোনা প্রতিরোধে পরিচালিত কার্যক্রমে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। ডিডিএলজিগণকে এ মন্ত্রণালয়ের প্রাণশক্তি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, করোনা মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচিকে বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে নিশ্চয়ই আমরা সফল হবো।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কমিটি গঠনসহ গৃহীত কর্মসূচি উল্লেখ করে পর্যাপ্ত থার্মাল স্ক্যানার, অক্সিমিটার ও সংশ্লিষ্ট সেবাসামগ্রী ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগে পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

ডিএলজি, রাজশাহী জনাব মোঃ জিয়াউল হক বলেন, রাজশাহীতে প্রতি ওয়ার্ডে এন্টিজেন টেস্ট সেন্টার খুলে প্রচুর লোককে টেস্ট করানোর মাধ্যমে সুফল পাওয়া গেছে। ইউনিয়ন পর্যায়েও এন্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করা যায় কি না, তা ভেবে দেখা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরিতব্য চিঠিতে এন্টিজেন টেস্টের কীট সরবরাহের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ড. মোঃ আমিনুর রহমান, ডিএলজি, ঢাকা যথাযথ মনিটরিং ও সুপারভিশনের মাধ্যমে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ডিএলজি, চট্টগ্রাম জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও ডিএলজি, বরিশাল জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা সঠিকভাবে প্রতিপালনে ডিডিএলজিগণের কার্যক্রম মনিটরিং ও সুপারভিশন করবেন মর্মে সভায় অবহিত করেন।

সিনিয়র সচিবের দপ্তর
তারিখ
সময়
অনুস্বাক্ষর
স্থানীয় সরকার বিভাগ

ডিডিএলজি, শেরপুর জনাব এ.টি.এম জিয়াউল ইসলাম বলেন, করোনা মোকাবেলায় ইউনিয়ন ও পৌরসভার অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দের বিষয়টি ডিডিএলজিগণ অবহিত থাকলে গৃহীত কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ সহজতর হবে।

ডিডিএলজি, চাঁপানবাবগঞ্জ জনাব এ, কে,এম তাজকির-উজ-জামান করোনা প্রতিরোধে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সফল অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, সবগুলো কমিটি মিলে যদি সমন্বয়ের সাথে কাজ করা যায় তাহলে কর্মসূচি ফলপ্রসু হবে।

ডিডিএলজি, কুষ্টিয়া জনাব মৃণাল কান্তি দে বলেন, কুষ্টিয়া জেলার সকল ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও পৌরমেয়রদের সাথে এ পর্যন্ত ছয়টি জুম সভা করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবক টিম ক্রিয়াশীল রয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নিবেন মর্মে সভাকে আশ্বস্ত করেন।

ডিডিএলজি, বরিশাল জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম বলেন, সাতদিনের মধ্যে ইউপি চেয়ারম্যানদের সাথে সভা করে কার্যবিবরণী প্রেরণ করবেন এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করবেন।

**সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ**

সিদ্ধান্তঃ ১ কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে প্রতিপালনে জনসাধারণকে মাস্ক পরিধানে উদ্বুদ্ধকরণ এবং টিকা প্রদান কার্যক্রমে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ ১) পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)
২) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)

সিদ্ধান্তঃ ২ স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রেরিত কমিটির রুপরেখা অনুযায়ী ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দ্রুত কমিটি গঠন নিশ্চিত করতে হবে।
বাস্তবায়নেঃ উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)

সিদ্ধান্তঃ ৩ আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে সভা করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী এ বিভাগে প্রেরণ করবেন।
বাস্তবায়নেঃ উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)

সিদ্ধান্তঃ ৪ – করোনা মোকাবেলায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি বিশেষ করে মাস্ক পরিধানে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসাধারণকে টিকা কেন্দ্রে আনয়নের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সপ্তাহান্তে নির্ধারিত ছকে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।
বাস্তবায়নেঃ উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)

সিদ্ধান্তঃ ৫ করোনা প্রতিরোধে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে মাস্ক পরিধানে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসাধারণকে টিকা কেন্দ্রে আনয়নসহ গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ দ্রুত একটি 'ছক' প্রণয়ণ করে সকল উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারগণের নিকট প্রেরণ করবেন।
বাস্তবায়নেঃ মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সিদ্ধান্তঃ ৬ করোনা প্রতিরোধে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারগণের তৎপরতা বিভাগীয় পর্যায়ে ডিএলজিগণ এবং কেন্দ্রিয়ভাবে মনিটরিং, মূল্যায়ণ ও পরিদর্শন (মইই) অনুবিভাগ মনিটরিং করবেন।
বাস্তবায়নেঃ (১) মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
(২) পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)

সিনিয়র সচিবের দপ্তর
তারিখ
সময়
অনুস্বাক্ষর
স্থানীয় সরকার বিভাগ

সিদ্ধান্তঃ ৭ করোনা প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটিগঠনসহ গৃহীত কর্মসূচি উল্লেখ করে পর্যাপ্ত থার্মাল স্ক্যানার, অক্সিমিটার ও সংশ্লিষ্ট সেবা সামগ্রী ক্রয়ের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদান এবং এন্টিজেন টেস্ট কিট সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সিদ্ধান্তঃ ৮ করোনা প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে দ্রুত অর্থ বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালনের বিষয়টি ডিডিএলজিগণ মনিটরিং করবেন।

বাস্তবায়নেঃ (১) অতিরিক্ত সচিব (ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
(২) যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
(৩) উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)

সভাপতি ভার্চুয়াল (জুম) সভায় অংশগ্রহণকারী সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০১/৮/২০২১

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নং-৪৬.০৯৯.০১৪.০০.০০.০২৩.২০১৭ (অংশ-১৫)-২৪৬/১ তারিখঃ ০১.০৮.২০২১ খ্রিঃ

বিতরণ কার্যার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/নগর উন্নয়ন/মহাপরিচালক (মইই), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। বিভাগীয় কমিশনার,......................(সকল)
৪। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়,..................(সকল)
৫। যুগ্মসচিব (মওমূ)/প্রশাসন/পরিচালক ১/২, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। জেলা প্রশাসক,.....................(সকল)
৭। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার,....................(সকল)

অনুলিপি : জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
২। অফিস কপি।

০২.৮.২০২১

অনুপম বড়ুয়া
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

চলমান কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধে পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে জনগণকে মাস্ক পরিধানে উদ্বুদ্ধকরণ ও টিকাকেন্দ্রে আনয়নসহ গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সাপ্তাহিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।

মাসের নামঃ

প্রতিবেদনের সময়ঃ ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ সপ্তাহ

| জেলার নাম | স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম | জনসাধারনের নিকট মাস্কসহ সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য | ভ্যাকসিন গ্রহণকারির সংখ্যা | গত সপ্তাহে মোট আক্রান্তের সংখ্যা | ক্রমপুঞ্জিত আক্রান্তের সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | | | | | | |

নামসহ স্বাক্ষর ও তারিখ